গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ২১ সংখ্যা ৩ - ৯ জানুয়ারি ২০২০ www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

৮ জানুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটে আরও ৭টি দাবি যোগ করল এস ইউ সি আই (সি)

৮ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি ১২ দফা দাবিতে যে ধর্মঘট ডেকেছে তাকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার আহ্বান জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৮ জানুয়ারি এর বিবৃতিতে বলেন,

বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কর্পোরেট প্রভুদের নির্লজ্জ সেবার জন্য শ্রমিক-কৃষক বিরোধী যে সব নীতি নিচ্ছে তার বিরুদ্ধে ৮ জানুয়ারির দেশজোড়া সাধারণ ধর্মঘটকে আমরা সর্বতোভাবে সমর্থন করছি। একই সাথে আমরা দাবি জানাচ্ছি,

১। সাম্প্রদায়িক দুরভিসন্ধি প্রসূত এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বাতিল করতে হবে,

২। এনআরসি-সিএএ বিরোধী আন্দোলনে গ্রেপ্তার হওয়া সকলকে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে। আন্দোলনের উপর বর্বর পুলিশি অত্যাচার চালিয়ে মানুষকে নির্বিচারে হত্যা ও আহত করার ঘটনার বিচারবিভাগীয় নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। দোষী অফিসারদের শাস্তি দিতে হবে। নিহত ও আহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে,

৩। মূল্যবৃদ্ধি রদ করতে হবে। সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে,

৪। সমস্ত বেকারকে স্থায়ী চাকরি দিতে হবে। ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ করতে হবে,

৫। কৃষকদের ফসলের লাভজনক দাম দিতে হবে। সমস্ত কৃষককে সস্তা দরে কৃষি উপকরণ সস্তায় সরবরাহ করতে হবে। সমস্ত ধরনের কৃষি ঋণ মকুব করতে হবে,

৬। চরম জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ এবং ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন আইন সহ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সমস্ত জনস্বার্থ বিরোধী নীতি বাতিল করতে হবে। মেডিকেল ও সাধারণ শিক্ষায় অবিলম্বে বর্ধিত ফি প্রত্যাহার করতে হবে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, গৈরিকীকরণ বন্ধ করতে হবে,

৭। নারী নির্যাতন রোধে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। দ্রুত বিচার ও দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন, এই সমস্ত দাবিতে দেশ জুড়ে সুসংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে গণকমিটি গড়ে তুলুন ও তার স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নথিভুক্ত হোন। ৮ জানুয়ারির ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসুন।

প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়েই বিজেপি মন্ত্রীদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য

দেশজোড়া প্রবল প্রতিবাদের সামনে পড়ে প্রধানমন্ত্রী এক পা পিছু হটে বলেছেন, এনআরসি (ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনশিপ) নিয়ে সরকারে কোনও আলোচনা হয়নি। যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদ থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি সভায় 'এনআরসি হবেই' বলে বীরদর্পে ঘোষণা করছিলেন, তিনিও বলতে বাধ্য হলেন, প্রধানমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন, এনআরসি নিয়ে সরকারে কোনও আলোচনা হয়নি। কিন্তু এই প্রবল প্রতিবাদ-আন্দোলনের মধ্যেই বিজেপি সরকার ঘোষণা করল, ২০২০-র এপ্রিল থেকে শুরু হবে এনপিআর (ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার) তথা জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার সংস্কারের কাজ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এ বাবদ ৩৯৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেছে।

এনপিআর

এর আগে ২০১০ সালে এনপিআর তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এবারের এনপিআর নিয়ে সারা দেশে প্রতিবাদ উঠেছে। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এনআরসি এবং সিএএ-র মতোই এনপিআর অবিলম্বে বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। কেন এই প্রতিবাদ? এবারের এনপিআর সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, বিজেপি সরকার এনপিআরকে এনআরসির সাথে জুড়তে চলেছে। যদিও প্রবল প্রতিবাদের মুখে পড়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, "এনআরসির সাথে এনপিআরের কোনও সম্পর্ক নেই।" বাস্তবে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেও তাঁর কথার উপর দেশের মানুষের ভরসা নেই। কারণ, এনআরসি নিয়ে তিনি সংসদে এবং প্রকাশ্য জনসভায় বারবার যা ঘোষণা করেছেন, প্রধানমন্ত্রী ঠিক তার উল্টো কথাটি বলার পর তিনিও প্রধানমন্ত্রীর কথাতেই শেষ পর্যন্ত তাল মিলিয়েছেন। বিজেপির অন্য মন্ত্রীরাও এ বিষয়ে নানা জন নানা কথা, নানা নির্দেশিকার উল্লেখ করছেন।

দুয়ের পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই (সি)-র আন্দোলনেই মদের লাইসেন্স বাতিল হল

এক হাজার মদের দোকানের লাইসেন্স রাজ্য সরকার কর্তৃক বাতিলের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৯ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

"আমাদের দলের আন্দোলনের চাপেই আবগারি বিধি বদল করে এক হাজার বিলিতি মদের দোকানের লাইসেন্স বাতিল করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে সরকার। আমরা মনে করি, রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ঢালাও মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত আপত্তিকর এবং জনবিরোধী। আমরা এ-ও মনে করি, সমাজে নারী নির্যাতনের ঘটনা সহ অপরাধমূলক কাজের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ ছাত্র-যুবকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মাদকাসক্তি। এর ফলে সমাজের নৈতিক অধঃপতন ঘটছে। পাশের রাজ্য বিহার যদি মদ নিষিদ্ধ করতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ কেন পারবে না?

আমরা এই রাজ্যে অবিলম্বে মদ নিষিদ্ধ করার দাবি করছি।"

এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বাতিল করো কলকাতায় বিশাল মিছিল

এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বাতিলের দাবিতে ২৪ ডিসেম্বর প্রায় ২০ হাজার মানুষের এক বিশাল ধিক্কার মিছিল কলেজ স্কোয়ারে শুরু হয়ে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে শেষ হয়। মিছিলের শুরুতে এবং শেষে দুটি সভা হয়। বক্তারা আন্দোলনকে সংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী রূপ দিতে সর্বত্র গণকমিটি গঠনের আহ্বান জানান। মিছিলে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

মহিলা ঘটিত অপরাধে শীর্ষে বিজেপি

সম্প্রতি বিহার পুলিশের ডিজি বোমা ফাটিয়েছেন। এ দেশের সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলিকে কটাক্ষ করে বলতে বাধ্য হয়েছেন, অপরাধীদের ফুল-মালা দিয়ে বরণ করাই যেখানে (ভারতে) রেওয়াজ, সেখানে অপরাধের সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে অভিযোগ করা চলে না। কয়েকটা ছবি দেখা যাক।

সদ্যসমাপ্ত ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে খুনে অভিযুক্ত এক দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী সভা করছেন প্রধানমন্ত্রী। গণপিটুনিতে হত্যায় অভিযুক্তদের জামিন পাওয়ার পর মালা পরিয়ে সংবর্ধনা দিচ্ছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়ন্ত সিনহা। শ্রীনগরের কাঠুয়ায় গুর্জর-বাখরেওয়াল সম্প্রদায়ের আট বছরের কিশোরী ধর্ষণে অভিযুক্তদের সমর্থনে মিছিল করেছেন বিজেপি বিধায়ক। উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে নাবালিকা ধর্ষণ ও তাঁর বাবা সহ আত্মীয়দের খুনে অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গারকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছেন সেখানকার বিজেপি সাংসদ সাক্ষী মহারাজ! এই কুলদীপ সেঙ্গারকে প্রত্যক্ষ মদত দিয়ে চলেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা। তিনি জেলেও বহাল তবিয়তে আছেন এবং সেখান থেকেই সাঙ্গোপাঙ্গদের মাধ্যমে প্রশাসনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নির্যাতিতার পরিবারকে শেষ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ঘটনাগুলিতেই পরিষ্কার, বিজেপি সরকারের পক্ষ থেকে অপরাধ দমনের কথা বলা কতবড় ভণ্ডামি। ধর্ষণ-হত্যা কিংবা অন্য অপরাধের ঘটনায় শাসক দলের সঙ্গে অপরাধীদের যোগসাজশ বা পুলিশের জড়িত থাকার ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু বিজেপি শাসনে তা উত্তরোত্তর বাড়ছে। এই সব ঘটনা দেখিয়ে দেয় পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী দলগুলি শুধু অপরাধীদের প্রশ্রয়ই দেয় না, নির্বাচনে প্রার্থীও করে। এই প্রবণতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ২০০৯ সালের তুলনায় সংখ্যাটি কার্যত দ্বিগুণ হয়েছে।

সারা দেশে মহিলাদের প্রতি অপরাধ সংক্রান্ত সবচেয়ে বেশি মামলা রয়েছে বিজেপির সাংসদ-বিধায়কদের বিরুদ্ধে (২১), তারপর কংগ্রেস (১৬)। এই রিপোর্ট দিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) এবং ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচ (আনন্দবাজার পত্রিকা- ১১।১২।২০১৯)। দুষ্কর্মের সব ঘটনা নথিভুক্ত হয় না, তা সত্ত্বেও নথিভুক্ত হওয়া সংখ্যাতেই ভয়াবহ বাস্তবের ছবি উঠে এসেছে।

বিজেপির রাজনীতি শুধু জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ বিভেদের নীতি নয়, মহিলাদের খাটো করে রাখার মানসিকতাও তাদের রক্তমজ্জায় মিশে রয়েছে। নির্ভয়া ধর্ষণের প্রতিবাদে দেশ যখন উত্তাল, তখন আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত বলেছিলেন, 'ইন্ডিয়া'তে রেপ হয়, 'ভারতে' হয় না''। এর দ্বারা তিনি বুঝিয়ে দিলেন শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে মেয়েরা রাস্তায় বেরোয় বলেই রেপ হয়। গ্রামে শিক্ষা কম, তাই রেপ কম। এই বক্তব্যের দ্বারা তিনি ধর্ষকদেরই আড়াল করলেন। উত্তরপ্রদেশে বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি দয়াশঙ্কর সিং বহুজন সমাজ পার্টির নেত্রী মায়াবতীকে একসময় 'পতিতা' বলে বিঁধেছিলেন।

জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট শাসক হিটলারের মুখেও শোনা গিয়েছিল মহিলাদের প্রতি অমর্যাদাকর উক্তি। তাদের জন্য রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘরই বরাদ্দ করতে চেয়েছিলেন হিটলার, যার সঙ্গে মিল রয়েছে সংঘ পরিবারের ভাবনার। অপরাধীদের সাথে রাজনীতির এই যোগ ধর্ষণের মতো মারাত্মক অপরাধকে মাত্রাছাড়া করে তুলেছে। যোগী আদিত্যনাথের আমলে উন্নাওয়েই শুধু ধর্ষণ হয়েছে ১১ মাসে ৮৬টি, যৌন হেনস্থার ঘটনা ঘটেছে ১৮৫টি।

ভোটবাজ রাজনৈতিক দলগুলির বদান্যতায় অন্য বহু গুরুতর অপরাধও 'স্বাভাবিক' হয়ে উঠছে। বিপুল অর্থ ব্যয়ে বছর বছর ভোট করে জনসাধারণ যে সব প্রার্থীদের সংসদে, বিধানসভায় পাঠান, হাতে ক্ষমতা পেয়ে অবাধে অপরাধ করার কিংবা অপরাধীদের মদত দেওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে যায় তারা। নষ্ট করে সমাজ পরিবেশ। এর বিরুদ্ধে সচেতন ও সংঘবদ্ধ হতে হবে জনসাধারণকেই।

ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে কনভেনশন

পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের সাহেবঘাটে শিলাবতী নদীতে অবিলম্বে কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণ ও সংযোগকারী দু'টি রাস্তা নির্মাণের দাবিতে ২২ ডিসেম্বর কালীচক বাড়গোবিন্দ দেশপ্রাণ বিদ্যালয়ে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ বিকাশচন্দ্র হাজরা। উপস্থিত ছিলেন দু'শতাধিক মানুষ। বক্তব্য রাখেন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির সহ-সভাপতি মধুসূদন মান্না ও যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক, অধ্যাপক হিমাংশু হাজরা, অনিল খামরই প্রমুখ। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সভা থেকে 'সাহেব ঘাট ব্রিজ নির্মাণ সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়। ডাঃ বিকাশচন্দ্র হাজরাকে সভাপতি, কানাইলাল পাখিরা ও ঝড়েশ্বর মাজীকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৩৩ জনের কমিটি গঠিত হয়।

এনপিআর

একের পাতার পর

তাতে স্পষ্ট, এনপিআরকে সরকার উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এনআরসির সাথে যুক্ত করতে চাইছে। তাদের উদ্দেশ্য নানা কথার আড়ালে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাতে প্রতিবাদ না হতে পারে।

রেজিস্টার জেনারেল অ্যান্ড সেন্সাস কমিশনার, ইন্ডিয়ার একটি বার্ষিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, এনপিআর হল এনআরসির প্রথম ধাপ। ২০১৪ সালের ১৮ জুন প্রেস ইনফরমেশন বুরোর (পিআইবি) টুইটে বলা হয়েছিল, এনপিআর থেকে এনআরসি তৈরির প্রক্রিয়ার বিষয়টি মাথায় রাখার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন রাজনাথ সিংহ। তিনি তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। সেই বছরই ২৬ নভেম্বর রাজ্যসভায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরেণ রিজিজুও বলেছিলেন, ''এনপিআরের পরেই এনআরসি হবে। দেশবাসীর নাগরিকত্ব যাচাই করে দেখা হবে।'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫.১২.১৯)। আবার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ ২৯ ডিসেম্বর জানালেন, ''এনআরসি তৈরির কাজে এনপিআরের তথ্য ব্যবহার হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে।'' অন্য দিকে অমিত শাহ বলেছেন, ''অসমে এনআরসি হয়ে গিয়েছে বলে সেখানে এনপিআর হবে না।'' এনপিআর এবং এনআরসি যদি আলাদা হয়, তবে অসমে এনপিআর হবে না, এ কথা কোন যুক্তিতে বলছেন অমিত শাহ? তা হলে বিজেপি নেতারা আগে ঠিক করুন কোন মন্ত্রীর কথা ঠিক, কি আদৌ কারও কথা ঠিক নয়?

২৪ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর রেলমন্ত্রী পীযুষ গয়ালের পাশে বসে আর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর ঘোষণা করেন, জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার (এন পি আর) হবে জনগণনার সঙ্গেই এবং কোনও বায়োমেট্রিক, আধার বা প্রমাণ দিতে হবে না। নিজে থেকে যা তথ্য দেওয়ার দেবে জনতা। অথচ কয়েক ঘন্টার মধ্যেই খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, ''কারও আধার কার্ড থাকলে, দিতে কী অসুবিধা?'' এর সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা বিনোদ বনশল নরেন্দ্র মোদি সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, ''অনুপ্রবেশকারীর সমস্যা ঘুচবে এনপিআরে।'' ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, জনগণের প্রবল প্রতিবাদের মুখে পড়ে বিজেপি নেতাদের অবস্থা বেসামাল। না হলে এ ভাবে এক-এক মন্ত্রী এভাবে প্রকাশ্যে এক-এক রকম কথা বলতে পারেন না। তাঁদের এই একই রকম দুরবস্থা দেশের মানুষ দেখেছিলেন নোট বাতিলের সময়। কেন তাঁরা তা করছেন, তাতে জনগণের কী মঙ্গল, বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা সেদিন কিছুই বলতে পারেননি। এবারও সেই একই অবস্থা। আর না হলে বুঝতে হবে, আমলারাই বিজেপি সরকারের সব নীতি ঠিক করে দিচ্ছে, নেতা-মন্ত্রীরা তার খোঁজও রাখেন না। বাস্তবে বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা এইভাবে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রেখে ধোঁয়াশা তৈরি করছেন। গোটা সমাজ-পরিবেশকে ঘুলিয়ে দিচ্ছেন এবং জনজীবনের মূল সমস্যাগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টিকে সরিয়ে দিচ্ছেন।

২০১০-এ এনপিআরের জন্য ১৫টি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু ২০২০-তে এনপিআরের জন্য ২১টি বিষয়ে তথ্য চাওয়া হবে বলে বলা হয়েছে। অর্থাৎ অতিরিক্ত ছটি প্রশ্ন যোগ করা হয়েছে। এ বার অতিরিক্ত জানতে চাওয়া হবে বাবা-মায়ের জন্মস্থান এবং তারিখ। আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট বা প্যান থাকলে তার নম্বরও চাওয়া হবে। প্রশ্ন উঠছে, এনপিআরে কেন এসব তথ্য চাওয়া হবে? এনপিআর হল, কোনও ব্যক্তি যিনি কোথাও গত ছ'মাস বাস করছেন এবং আগামী ছ'মাস বাস করবেন বলে ভাবছেন, তাঁদের তালিকা করা, তা তিনি বিদেশি হলেও।

স্বাভাবিক ভাবেই দেশবাসীর আশঙ্কা, এই সব কার্ডের নম্বর সরকার কী প্রয়োজনে নিচ্ছে? আর কেনই বা বাবা-মার জন্মস্থান ও তারিখেরও উল্লেখের প্রয়োজন পড়ল? ফলে জনমনে এই সন্দেহ দৃঢ় হচ্ছে, অমিত শাহ যতই অস্বীকার করুন, এই সব তথ্য এনআরসির কাজেই লাগানো হবে। তা ছাড়া এ প্রশ্নও উঠছে, জনগণনাতেই যখন বাসিন্দাদের সম্পর্কে সব রকমের তথ্য পাওয়া যায় তখন আবার আলাদা করে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে এনপিআর করার দরকার কী? এর মধ্যে জনগণের কী কল্যাণ রয়েছে? সত্যিই এই সরকারের লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ হলে, তারা এই সব নিয়ে এত জলঘোলা না করে অর্থনীতির এই ভয়ঙ্কর দুরবস্থা দূর করতে তৎপর হতেন। অথচ সে নিয়ে কোনও তৎপরতা দূরের কথা সংকটের কথা অস্বীকার করতেই তারা ব্যস্ত। স্বাভাবিকভাবেই যাঁরা এক সময়ে বিজেপিকে সমর্থন করেছিলেন তাঁরাও এখন সরকার বিরোধিতায় নেমেছেন।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মাধবপুর লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড মানিক কপাট ১৫ ডিসেম্বর নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। প্রয়াত কমরেড ১৯৬৭ সালে পূর্বতন জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নলিনী প্রামাণিকের সান্নিধ্যে এসে দলের সাথে যুক্ত হন। স্বল্পভাষী এই কমরেড মার্জিত ব্যবহার ও জনদরদি মনের কারণে এলাকার সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠেন। কর্তব্যে অবিচল এই কমরেড পার্টি চিন্তায় নিজেকে সর্বদা ব্যাপৃত রাখতেন। নিজের আচরণ দিয়ে অপরকে ত্রুটি মুক্ত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতেন। পার্টি পরিচালিত সমস্ত কাজ নিষ্ঠার সাথে পালনের পাশাপাশি সামাজিক কাজে তিনি নিমগ্ন থাকতেন। তিনি এলাকায় একাধিকবার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ছাত্র-যুবদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মনন গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'বীণাপাণি সংঘ' গড়ে তোলেন।

২২ ডিসেম্বর মাধবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রয়াত কমরেড মানিক কপাটের সংগ্রামী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রয়াত কমরেডের আজীবন সঙ্গী বর্তমান লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড মদন হালদার। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মাদার আলি নস্কর। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, এ আই ডি ওয়াই ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর, কমরেড শ্যামল প্রামাণিক ও কমরেড অর্ধেন্দু বৈরাগী। বক্তারা সকলেই প্রয়াত কমরেডের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষণীয় বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং বলেন, তাঁর অপূরিত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা যাবে।

কমরেড মানিক কপাট লাল সেলাম

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রায়দিঘি থানার রাধাকান্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নলপুকুর গ্রামের দলের কর্মী কমরেড বৃন্দাবন মণ্ডল ১০ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। ১৯৭০ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষের এক রাজনৈতিক আলোচনায় আকৃষ্ট হয়ে ছাত্র অবস্থায় দলের সাথে যুক্ত হন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়েও তিনি চাষি আন্দোলনে ভূমিকা নেন। তিনি পেশায় ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক। শিক্ষা এবং শিক্ষক জীবনের নানা দাবিতে আন্দোলনেও তিনি ভূমিকা পালন করেন। তিনি রায়দিঘি ব্লকের বিপিটিএ-র সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দল মিষ্ট স্বভাবের দৃঢ়চেতা এক কর্মীকে হারাল।

কমরেড বৃন্দাবন মণ্ডল লাল সেলাম

‘প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা’র মুখবন্ধ

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

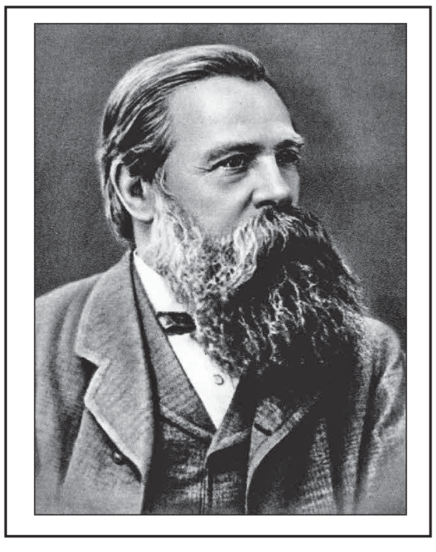

১৮৮৩ সালে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান শিক্ষক ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস রচনা করেন ‘প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা’। এতে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগত সমস্যাগুলির সর্বাঙ্গীণ ব্যাখ্যা দেন তিনি। রচনার মুখবন্ধে সমগ্র বিষয়টি চুম্বকে তুলে ধরেছিলেন এঙ্গেলস। তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষ উপলক্ষে মুখবন্ধটি প্রকাশ করা হল। এবার প্রথম কিস্তি।

(১)

একমাত্র আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানই সুসংবদ্ধ প্রণালী এবং বিজ্ঞানসম্মত সার্বিক বিকাশের ধারা অর্জন করেছে। যে ধারার অবস্থান প্রাচীন প্রাকৃতিক দর্শনের অসাধারণ সব উপলব্ধি এবং আরবদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন নানা আবিষ্কারের সম্পূর্ণ বিপরীতে। আরবদের বহু আবিষ্কারই বিফল হয়ে হারিয়ে গিয়েছে। আরও কিছু সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মতোই আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে এক মহাশক্তিশালী যুগে। যে যুগে আমরা জার্মানরা জাতীয় বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে তার নাম দিয়েছি রিফর্মেশন। ফরাসিরা বলে রেনেসাঁস, ইতালিয়ানরা বলে সিনকোয়েসেন্টো। যদিও এর কোনও একটি নামেই এর পূর্ণ তাৎপর্য প্রকাশিত হয় না।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হল সেই যুগ, যে যুগে শহুরে বুর্জোয়াদের সমর্থনে পুষ্ট রাজতন্ত্র সামন্তী অভিজাততন্ত্রের নিগড় ভেঙে মূলত জাতীয় চেতনার বনিয়াদের ওপর নতুন ধরনের বড় বড় রাজতান্ত্রিক শাসন কাঠামো তৈরি করে। যার গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে আধুনিক ইউরোপীয় জাতিগুলি ও আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ। শহুরে বুর্জোয়ারা এবং অভিজাত বর্গ যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছে তখনই জার্মানির কৃষক বিদ্রোহ যেন অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর মতো দেখিয়ে দিয়েছিল শ্রেণিসংগ্রামের ভবিষ্যৎ। এই সংগ্রামে কেবল চাষিরাই নামেনি, তাদের বিদ্রোহ তখন নতুন কিছু নয়। কিন্তু তাদের পিছনে পিছনে এসেছে সদ্যোজাত শ্রমিক শ্রেণি, তাদের হাতে রক্তপতাকা, কণ্ঠে সম্পত্তির ওপর যৌথমালিকানার দাবি। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতনের যেসব পাণ্ডুলিপি রক্ষা পেয়েছে এবং খননকার্যের ফলে রোম সাম্রাজ্যের পুরনো যেসব ভাস্কর্য উদ্ধার হয়েছে তাতে বিস্ময়বিহ্বল পশ্চিমী দুনিয়ার সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে এক নতুন জগৎ— প্রাচীন গ্রিসের জগৎ। তার আলোকচ্ছটায় অন্তর্হিত হয়েছে মধ্যযুগের ভূতপ্রেত। ইতালিতে শিল্পের ক্ষেত্রে যে বিকাশ ঘটেছে তা ছিল স্বপ্নেরও অতীত। আপাতভাবে তা যেন প্রাচীন ধ্রুপদী শিল্পের প্রতিফলন, কিন্তু প্রাচীন শিল্প কোনদিনই এই উচ্চতায় পৌঁছায়নি। ইতালি, ফ্রান্স ও জার্মানিতে বিকশিত হল এক নতুন জাতের সাহিত্য, অর্থাৎ প্রথম আধুনিক সাহিত্য। এর কিছুদিনের মধ্যেই ইংরেজি ও স্প্যানিশ সাহিত্যে এসেছে ক্ল্যাসিকাল যুগ। বিশ্বধারণার পুরনো গণ্ডি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এই প্রথম যথার্থ অর্থে বিশ্বকে আবিষ্কার করা গেল। স্থাপিত হল বিশ্ববাণিজ্য আর কুটির শিল্প থেকে ম্যানুফ্যাকচারে উত্তরণের ভিত্তি। এই উত্তরণ পথ করে দিল আধুনিক বৃহৎ শিল্পের সূচনার। মানুষের মননজগতের ওপর গির্জার একাধিপত্য খান খান হয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ জার্মান (জার্মান ভাষাগোষ্ঠীর কোনও না কোনও ভাষায় যারা কথা বলে) জনগণ সরাসরি পুরনো খোলস ছেড়ে বেরিয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে, আর ল্যাটিন জনগণ (ল্যাটিন ভাষাগোষ্ঠীর কোনও না কোনও ভাষায় যারা কথা বলে) সানন্দে আরবদের কাছ থেকে পাওয়া মুক্তচিন্তার প্রেরণাকে গ্রহণ করেছে। তা পুষ্ট হয়েছে নব আবিষ্কৃত গ্রিক দর্শনের দ্বারা। যা ক্রমাগত তার শিকড় বিস্তার করে অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদী চিন্তাধারার বিকাশের পথ করে দিয়েছে।

অগ্রগতির পথে মানবজাতি এতকাল যত বিপ্লব দেখেছে, এ হল তার মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল বিপ্লব। এই যুগের দাবি হল মহান ব্যক্তিত্বময় মানব, আর এই যুগই গড়েছে সেই মহামানবদের। চিন্তায়, আবেগে ও চরিত্রে, সামগ্রিকতায় ও জ্ঞানে এঁরা মহামানব। যে মহামানবেরা আধুনিক বুর্জোয়া শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের আর যাই থাকুক, বুর্জোয়াসুলভ সীমাবদ্ধতাগুলি ছিল না। বরং যুগের প্রয়োজন তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল অজানা পথের অসমসাহসী অভিযাত্রীর চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করতে। সে যুগের প্রধান জীবন্ত চরিত্রদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যাঁর ব্যাপক দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা নেই, চার পাঁচটা ভাষার ওপর যাঁর দখল নেই বা জীবনের একাধিক ক্ষেত্রে যিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেননি। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি কেবল একজন মহান চিত্রশিল্পীই ছিলেন না, একাধারে তিনি ছিলেন বিরাট গণিতবিদ, যন্ত্রবিদ ও ইঞ্জিনিয়ারও। পদার্থবিদ্যা ও শারীরবিজ্ঞানের বহু বিচিত্র শাখা তাঁর কাছে ঋণী। আলব্রেখট দুরার ছিলেন চিত্রশিল্পী, খোদাইশিল্পী, স্থপতি ও ভাস্কর। এছাড়াও দুর্গ-নির্মাণের বিশেষ পদ্ধতি উদ্ভাবনে তিনি নানা পরিকল্পনাকে কাজে লাগান। পরবর্তীকালে তার অনেকটাই গ্রহণ করেন মঁতালাঁবের, আধুনিক জার্মান দুর্গ-নির্মাণ বিজ্ঞানেও তাঁর অবদান আছে। মাকিয়াভেলি ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিশারদ, ইতিহাসবিদ ও কবি। তাছাড়া তিনিই আধুনিককালের প্রথম সমরবিদ্যার গ্রন্থকার। লুথার শুধু গির্জার বহু দিনের জমে থাকা জঞ্জালই সাফ করেননি জার্মান ভাষাকেও মার্জিত করেছিলেন। আধুনিক জার্মান গদ্য তাঁর হাতেই তৈরি। তাঁর রচিত জনগণের বিজয় সঙ্গীত ও তার সুর হয়ে উঠেছিল ষোড়শ শতকের বিপ্লবের মন্ত্র (মারসেইলেজ)।

শ্রমবিভাজনের দাসত্ব যে একপেশে গণ্ডিবদ্ধতার জন্ম দেয়, সে যুগের বীররা ছিলেন তার থেকে মুক্ত। তাঁদের উত্তরসুরিদের মধ্যে অবশ্য প্রায়শই এ জিনিসটা দেখা যায়। কিন্তু তাঁদের নজরকাড়া বৈশিষ্ট্যটি হল, তাঁরা সকলেই সমকালীন সামাজিক আন্দোলনের প্রবাহে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, বাস্তব সংগ্রামে তাঁরা হাতেকলমে অংশ গ্রহণ করেছেন কেউবা লেখালিখি, আলাপ আলোচনার পথে কেউবা সরাসরি অস্ত্র হাতে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। অনেকে দুভাবেই অংশ নিয়েছেন। ফলে তাঁরা যে পরিপূর্ণতা ও শক্তি অর্জন করেছেন তা তাঁদের পূর্ণ মানবে পরিণত করেছে। শুধু পুঁথিপড়া পণ্ডিত ছিলেন নেহাতই ব্যতিক্রম, তাঁদের অবস্থান ছিল দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারিতে বা সাবধানী উন্নাসিকের দলে, যাঁরা সংগ্রামের আঁচ থেকে সরে থাকতে চেয়েছেন।

সেই সময়ে সর্বাত্মক বিপ্লবের প্রবাহের মধ্যেই প্রকৃতি বিজ্ঞানেরও বিকাশ ঘটছিল, এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের চরিত্রও ছিল পুরোপুরি বৈপ্লবিক। কারণ সংগ্রাম করেই তার টিকে থাকার অধিকার অর্জন করতে হচ্ছিল। যে মহান ইতালিয়দের হাতে আধুনিক দর্শনের জন্ম, তারাই জোগান দিয়েছে শহিদদের, যাঁরা বিজ্ঞানের জন্য প্রাণ দিয়েছেন বা গির্জার ইনকুইজিশনের কারাগার বরণ করেছেন। এও লক্ষণীয় যে, স্বাধীনভাবে প্রকৃতিবিজ্ঞান চর্চার অপরাধে বিজ্ঞানীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে প্রোটেস্ট্যান্টরা ক্যাথলিকদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সার্ভেটাস যখন রক্তসঞ্চালনতন্ত্র প্রায় আবিষ্কার করার মুখে তখনই কেলভিন তাঁকে পুড়িয়ে মারার ফতোয়া দেন এবং বাস্তবে তাঁকে দু'ঘণ্টা ধরে জীবন্ত দগ্ধে মারা হয়েছিল। আর ইনকুইজিশন জিওর্দানো ব্রুনোকে সরাসরি জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল।

লুথার যেভাবে পোপের ফতোয়াকে (বুল) পুড়িয়েছিলেন তার পুনরাবৃত্তি ঘটালেন কোপার্নিকাস তাঁর কালজয়ী গবেষণাগ্রন্থটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই বিপ্লবাত্মক পথেই প্রকৃতিবিজ্ঞান তার স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়েছিল। কিছুটা ভীরুপদে, বলতে গেলে মৃত্যুশয্যায় আশ্রয় নেওয়ার পর কোপার্নিকাস তাঁর গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকৃতিবিজ্ঞানের ওপর গির্জার কর্তৃত্বকে আক্রমণ করলেন। সেই দিনটিই হল ধর্মতন্ত্রের হাত থেকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মুক্তির দিন। যদিও এক্ষেত্রে দাবি ও পাল্টা দাবির লড়াই আজও চলছে এবং অনেকের মনে এ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটতে এখনও দেরি আছে। তারপর থেকে বিজ্ঞানের বিকাশ বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। বলা যায় যত দিন যাচ্ছে ততই তার শুরুর সময়কার তুলনায় শক্তি বাড়ছে বর্গফলের নিয়মে। দুনিয়াকে যেন এটাই দেখাতে চাওয়া হচ্ছে যে, জৈববস্তুর সর্বোচ্চ বিকশিত বস্তু মানবমস্তিষ্কের ক্ষেত্রে পরস্পর বিপরীত গতির যে নিয়ম প্রযোজ্য, তা একইভাবে প্রযোজ্য অজৈব বস্তুর ক্ষেত্রেও।

ইতিমধ্যেই হাতে মজুত তথ্যগুলিকে সুসংবদ্ধ করা ও আয়ত্ত করা প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রথম পর্যায়ের প্রধান কাজ হয়ে দেখা দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুরু করতে হয়েছে একেবারে গোড়া থেকে। প্রাচীনযুগ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল ইউক্লিড ও টলেমির সৌরজগৎ। আরবরা দিয়েছিল দশমিক গণনাপদ্ধতি, বীজগণিতের সূচনা, সংখ্যালিখনের আধুনিক পদ্ধতি ও অ্যালকেমির বিকশিত রূপ। এক্ষেত্রে খ্রিস্টিয় মধ্যযুগের অবদান শূন্য। এই পরিস্থিতিতে, পৃথিবী ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কের গতির পিছনের নিয়মাবলি অর্থাৎ প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রাথমিক এই বিষয়টাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। এর সাথে, এর প্রয়োজনকে ভিত্তি করে, এর সহায়ক হিসাবে গাণিতিক পদ্ধতি আবিষ্কার করা ও তাকে আরও নিখুঁত করা হয়। জ্ঞান জগতে এ এক বিরাট অর্জন। নিউটন ও লিনিয়াসের হাতে বিজ্ঞানের এই শাখাগুলি আরও নিখুঁত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই পর্যায়ের সমাপ্তি সূচিত হয়। অত্যন্ত জরুরি গাণিতিক পদ্ধতির বুনিয়াদি বৈশিষ্ট্যগুলি গড়ে ওঠে এই পর্যায়ে। দেকার্তের হাতে তৈরি হয় অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি, নেপিয়ার আনেন লগারিদম, লিবনিৎজ বা নিউটন সৃষ্টি করেন ডিফারেন্সিয়াল ও ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস। কঠিন বস্তুর গতিসংক্রান্ত নিয়মগুলি আগেই পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অবশেষে সৌরজগতের জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর হাত পড়ে। গ্রহগুলির গতির নিয়ম আবিষ্কার করেন কেপলার। সকল বস্তুর গতির সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে তাকে সূত্রবদ্ধ করেন নিউটন। কিন্তু প্রকৃতিবিজ্ঞানের অপরাপর শাখাগুলি প্রাথমিক স্তরের পূর্ণতা অর্জন থেকেও বহুদূরে ছিল। এই পর্যায়ের শেষদিকে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের গতিবিজ্ঞান নিয়ে কিছুটা চর্চা হয়। প্রকৃত অর্থে যাকে পদার্থবিদ্যা বলা যায় তা তখনও তার সূচনা পর্বের থেকে বেশি এগোতে পারেনি। ব্যতিক্রম শুধু আলোকবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই তার এই অসাধারণ অগ্রগতি ঘটেছিল। বস্তুর দহনের ফ্লজিস্টিক তত্ত্বের মধ্য দিয়ে রসায়ন বিজ্ঞান তখন সবেমাত্র অ্যালকেমির হাত থেকে মুক্ত হয়েছে। ভূবিজ্ঞান তখনও তার ভ্রূণাবস্থা কাটিয়ে নিছক খনিজবিদ্যার বেশি এগোয়নি। জীবাশ্মচর্চার (প্যালিয়েন্টোলজি) জন্মই হয়নি। উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, শারীরবিদ্যা ও অ্যানাটমি সম্বন্ধেও বিপুল প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহ ও তা খুঁটিয়ে বোঝার চেষ্টাই ছিল জীববিজ্ঞানের অবশ্যকরণীয় প্রাথমিক কাজ। প্রাণের নানা রূপ, ভৌগোলিক ও জলবায়ু অনুসারে প্রাণীদের বিন্যাস, ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের জীবনধারণের নানা বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান বা সেগুলির তুলনামূলক আলোচনার কোনও কথাই তখনও ওঠেনি। লিনিয়াসের হাতে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞান মোটামুটি একটা রূপ পেয়েছিল।

কিন্তু এই পর্যায়ের যেটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য তা হল, একটা অদ্ভুত সার্বিক ধারণাকে কেন্দ্রে রেখেই সব ধরনের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। সেই সার্বিক ধারণা হল, প্রকৃতির একান্ত অপরিবর্তনীয়তার ধারণা। এই ধারণা ধরে নেয়, যা একবার কোনও ভাবে প্রকৃতিতে এসেছে তা পরিবর্তনহীন ভাবে চিরকাল ধরেই আছে ও থাকবে। গ্রহ ও উপগ্রহগুলি একবার রহস্যময় ‘ফার্স্ট ইম্পালস’ দ্বারা (বাইরে থেকে প্রদত্ত প্রাথমিক বল) গতি পেয়ে গেলে চিরদিন, যতদিন প্রলয় না হয় ততদিন, নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতেই থাকবে। নক্ষত্রগুলি বিশ্বব্যাপী মহাকর্ষের টানাটানিতে একে অপরকে যেখানে ধরে রেখেছে সেই নিজ নিজ অবস্থানে চিরকাল স্থির ও নিশ্চল হয়েই থাকবে। কোনও রকম পরিবর্তন ছাড়া পৃথিবী চিরকাল, বলতে পারেন, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে, একই রকম আছে। বর্তমানে যে পাঁচটি মহাদেশ আমরা দেখি, তাও চিরকালই আছে। মানুষের হাতে যেটুকু রদবদল ঘটেছে, তা বাদ দিলে পাহাড়-পর্বত, নদী-উপত্যকা, জলবায়ু, গাছপালা, পশুপক্ষী সবই বরাবর একরকমই চলে আসছে। প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রজাতি, সৃষ্টির পর থেকে চিরকালই আছে একভাবে। পূর্বসূরিরা সর্বদা হুবহু একই রকম উত্তরসূরি রেখেছে। কোথাও কোথাও একাধিক প্রজাতির সংমিশ্রণে সঙ্কর ঘটায় যে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটা সম্ভব — এটা মেনে নেওয়াই লিনিয়াসের পক্ষে ছিল বড় ব্যাপার। সময়ের সাথে সাথে মানুষের ইতিহাসের যে অগ্রগতি ঘটে তার বিপরীতে প্রকৃতির ক্ষেত্রে ইতিহাসে অগ্রগতি নয়, কেবল অনুভূমিক বিস্তারকেই স্বীকার করা হয়েছিল। প্রকৃতিতে পরিবর্তনের পথে যে উল্লম্ব অগ্রগতি ঘটে, তা উড়িয়ে দেওয়া হয়। যাত্রার শুরুতে যে প্রকৃতিবিজ্ঞান ছিল বৈপ্লবিক, সহসা প্রকৃতি সম্পর্কে তা রক্ষণশীল ধারণার মুখোমুখি হয়। যে ধারণার মূল কথা হল, যা যেরকম ছিল আজও তাই আছে, বিশ্বের অবসান পর্যন্ত চিরকাল সব একই রকম থাকবে। (চলবে)

চাষিদের আয় বৃদ্ধির দাবি মুখ্যমন্ত্রীর নির্মম রসিকতা

‘কৃষক দিবস’ উপলক্ষে ২৩ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের কৃষকদের আয় ২০১১ সালের পর থেকে ৩ গুণ বেড়েছে বলে যে দাবি করেছেন, তার বিরোধিতা করে এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৪ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

“মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের কৃষকদের আয় ৩ গুণ বেড়েছে বলে যে দাবি করেছেন তার কোনও ভিত্তি নেই। যখন সারের ও কীটনাশকের আকাশচুম্বী মূল্যবৃদ্ধির জন্য চাষের খরচ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য না পেয়ে কৃষক ফসল রাস্তায় ফেলে দিয়ে, মাঠ থেকে না কেটে বা ফসলে আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করছেন এমনকী আত্মহত্যা করতেও বাধ্য হচ্ছেন, তখন মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবি বিভ্রান্তিকর শুধু নয়, তাঁদের এই অসহায় অবস্থার প্রতি নির্মম রসিকতা। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবির তীব্র বিরোধিতা করছি।”

সারা বাংলা পানচাষি সমিতির ডেপুটেশন

১৯ নভেম্বর বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুলে’র তাণ্ডবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নামখানা ব্লকে প্রায় পাঁচ হাজার পানের বরজ সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এলাকা পরিদর্শনে এলে অসহায় পানচাষিরা সারা বাংলা পান চাষি সমিতির কাকদ্বীপ মহকুমা শাখার পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেন। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত পানচাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় ২৩ ডিসেম্বর নামখানা বিডিওর হর্টিকালচার অফিসে ডেপুটেশন দিতে ১৫০০ পানচাষি জমায়েত হন। আন্দোলনের চাপে জয়েন্ট বিডিও ডেপুটেশন নিতে বাধ্য হন। তিনি চাষিদের দাবিপত্র গ্রহণ করেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাবার আশ্বাস দেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দলের আঞ্চলিক অফিস উদ্বোধন

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মেরিগঞ্জ-১ ও ইটখোলার দলের আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধন হয় ৭ ডিসেম্বর হেড়োভাঙা বাজারে। উদ্বোধন করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত। সভায় পার্টির পলিটবুরো সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার আসতে না পারায় তাঁর বক্তব্য পড়ে শোনান রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু।

সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার। এনআরসি সহ বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটি ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মাদার আলি নস্কর। অফিস উদ্বোধন ও জনসভাকে কেন্দ্র করে কর্মী-সমর্থক-দরদি ও জনসাধারণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ, উদ্দীপনা, আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অফিসের সামনে স্থায়ী শহিদ বেদি নির্মিত হয়। এই বেদির সামনে টাঙানো ছিল শহিদ কমরেড সুজাউদ্দিন আখন্দ, কমরেড মোকাররাম খাঁ সহ অঞ্চলের যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা। কমসোমল বাহিনী গার্ড অব অনারের মধ্য দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

জামিয়া মিলিয়াতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সংহতি ডিএসও-র

এনআরসি-সিএএ বিরোধী বিক্ষোভে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরাও ব্যাপকভাবে সামিল। পুলিশি বর্বরতা উপেক্ষা করে তাঁরা সরকারের এই বিভেদমূলক পদক্ষেপের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। অল ইন্ডিয়া ডিএসও দেশ জুড়ে অসংখ্য প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রতিবাদরত ছাত্রছাত্রীদের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াচ্ছে।

১৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভরত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সংহতি জানাতে ডিএসও-র এক প্রতিনিধিদল আন্দোলনের সংগঠকদের সঙ্গে দেখা করেন। সংগঠনের সর্বভারতীয় সহসভাপতি কমরেড অশোক মিশ্র পুলিশি হামলা উপেক্ষা করে ছাত্রছাত্রীদের এই লড়াইকে অভিনন্দন জানান (ছবিতে ভাষণরত)। শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব রক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিবকে গেরুয়া শিবিরের হেনস্থার নিন্দা

২৮ ডিসেম্বর কেরালার কান্নুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ৮০তম ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের উদ্বোধনী ভাষণে কেরালার রাজ্যপাল বিভেদমূলক এবং সাম্প্রদায়িক চিন্তাপ্রসূত সিএএ-এর সপক্ষে বলতে শুরু করলে এবং আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে বিরূপ মন্তব্য করলে তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ইতিহাস কংগ্রেসের বিদায়ী সভাপতি প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিব। এই কারণে কংগ্রেসের মঞ্চেই তাঁকে হেনস্থা করা হয়।

৮০ বছরের এই প্রবীণ ইতিহাসবিদের উপর বিজেপি শিবির বরাবরই ক্ষুব্ধ। কারণ তিনি কোনও প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে তাদের ইতিহাস বিকৃতি মেনে নেননি। বরাবরই তিনি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে তাঁর উপর্যুপরি প্রতিবাদ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফলক। বিজেপি শিবিরের এই তাণ্ডবের তীব্র নিন্দা করেছেন এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। নিন্দার ঝড় উঠেছে দেশজুড়ে।

সিএমওএইচ-কে ডেপুটেশন

সরকারি হাসপাতালে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের নদিয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে (সিএমওএইচ) ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক ডাঃ সত্যজিৎ রায় এবং জেলা সভাপতি ডাঃ অপূর্ব কুমার রায়।

ত্রিপুরায় ডিএসও-র প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

২৮ ডিসেম্বর এ আই ডি এস ও প্রতিষ্ঠা দিবসে ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির পক্ষ থেকে পালিত হয় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। আগরতলায় শহিদ ক্ষুদিরাম বসু ও মাস্টারদা সূর্য সেনের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করার পর নানা দাবি সম্বলিত একটি ট্যাবলো ও মনীষীদের ছবি নিয়ে সাইকেল মিছিল হয়। উদ্বোধন করেন এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জয় চৌধুরী। সাইকেল মিছিল শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ, প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ ফেল চালু, বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবর্ষ পালনের বার্তাকে সামনে রেখে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। বক্তব্য রাখেন ডিএসও-র রাজ্য সভাপতি কমরেড মৃদুলকান্তি সরকার ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড রামপ্রসাদ আচার্য। অন্যান্য রাজ্যেও এই দিনটি পালিত হয়।

পরিচারিকা সমিতির আঞ্চলিক সম্মেলন

২৩ ডিসেম্বর সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির কলকাতা জেলার বেলেঘাটা শাখার দ্বিতীয় আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক পরিচারিকা সম্মেলনে অংশ নেন। উপস্থিত প্রতিনিধিরা তাঁদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, বিপিএল তালিকা ভুক্তি, বার্ধক্যভাতা চালু, সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা প্রভৃতি দাবি নিয়ে বক্তব্য রাখেন। রাজ্য সম্পাদিকা পার্বতী পাল দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন এবং দাবি আদায়ের লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

স্বপ্না মণ্ডলকে সম্পাদিকা এবং দুর্গা দাসকে সভানেত্রী করে ১৪ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

বিহারে এনআরসি বিরোধী বিক্ষোভ

এনআরসি-সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া, ক্রমবর্ধমান অপরাধ, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, দুর্নীতি, কৃষকদের দুরবস্থা, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের দুষ্প্রাপ্যতা, ছাঁটাই-লে অফ, নারী নির্যাতন এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ২০ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পাটনার গর্দনীবাগের বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই(সি)-র পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী। সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণকুমার সিংহ। সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

মথুরাপুরে নাগরিক কনভেনশন

২৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুর ২ নং ব্লকের রায়দিঘিতে চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক সহ সর্বস্তরের বিশিষ্ট জনদের উদ্যোগে এনআরসি এবং সিএএ বিরোধী নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। নাগরিকদের পক্ষ থেকে শাহাবুদ্দিন মোল্লা, ডাঃ তারাপদ হালদার, আইনজীবী পূর্ণচন্দ্র নাইয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। মুখ্য বক্তা ছিলেন সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সহ সভাপতি সৌরভ মুখার্জী। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ফরাদ হোসেনকে সভাপতি ও বিশ্বনাথ সরকারকে সম্পাদক করে ৫০ জনের ব্লক নাগরিক কমিটি গঠিত হয় এবং ১৯ জানুয়ারি ২০২০ ব্যাপক জমায়েত করে রায়দিঘি-কৃষ্ণচন্দ্রপুর পদযাত্রার ডাক দেওয়া হয়।

ভয় পেয়েছে বিজেপি সরকার

উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকারের কৌশল— পুলিশ দিয়ে ঠান্ডা মাথায় গুলি চালিয়ে খুন করে এবং দানবীয় কালাকানুনে মামলায় ফাঁসিয়ে এনআরসি-সিএএ বিরোধী আন্দোলন দমন করা। গুজরাটে কৌশল ভিন্ন— প্রতিবাদ আন্দোলনে নামতেই না দেওয়া। উভয় কৌশলের পিছনে একটাই কারণ— তা হল শাসক বিজেপি ভয় পেয়েছে। নাগরিকত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করে মোদি-অমিত শাহের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার দেশবাসীকে ভয় পাওয়াতে গিয়ে নিজেরাই ভয় পেয়েছে। ব্রিটিশ প্রবর্তিত 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে জনগণকে আন্দোলনের ঐক্যে বেঁধে দিয়েছে। বাস্তবিকই এই আন্দোলনে নানা সম্প্রদায়ের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাবি তুলেছেন 'সিএএ-র নামে হিন্দু-মুসলিম বিভাজন বন্ধ কর'।

১৯ ডিসেম্বর ছিল কাকোরি মামলার সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতা সংগ্রামী রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা খান এবং রোশন সিং-এর শহিদত্ব বরণের দিন। ১৯২৭ সালের এই দিনটিতে ব্রিটিশ সরকার এই তিন বিপ্লবীকে ফাঁসি দেয়। এস ইউ সি আই (সি) সহ অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি গুজরাটে এ দিন এনআরসি-সিএএ-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছিল। আমেদাবাদের সরদার বাগে বিক্ষোভের জন্য আগাম অনুমতিও নেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ ১৮ ডিসেম্বর রাতে প্রশাসন সেই অনুমতি বাতিল করে। সরকারের এই অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে ১৯ ডিসেম্বর সরদার বাগে বিক্ষোভ শুরু হতেই বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আন্দোলনকারীদের টেনে হিঁচড়ে ভ্যানে তোলে। তারা সংগঠনের ব্যানার-ফেস্টুন কেড়ে নেয় এবং সংবাদমাধ্যমে জানাতে গেলে বাধা দেয় (ছবি)। কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ ভ্যান রওনা দিতেই দু-তিনশো মানুষ আশপাশ থেকে ছুটে এসে ভ্যান ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। দাবি তোলেন, এঁদের বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে। পুলিশ তাঁদের উপর লাঠিচার্জ করে।

ভদোদরাতেও একই চিত্র। সেখানেও বাম দলগুলির কর্মসূচির অনুমতি বাতিল করে প্রশাসন। পরদিন জেলাশাসককে স্মারকলিপি দিতে গেলে পুলিশ দিয়ে এস ইউ সি আই (সি) নেতা তপন দাশগুপ্ত এবং ইন্দরজিৎ সিং গ্রোভার সহ প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়। বলা হয়, স্মারকলিপি দিতে হলেও আগে থেকে অনুমতি নিতে হবে। প্রশাসনের এই কঠোরতা তার দুর্বলতাকেই তুলে ধরে। সে আজ আতঙ্কিত গণবিক্ষোভের আশঙ্কায়।

এনআরসি-সিএএ-র বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিবাদে সামিল মানুষ

তিরুবনন্তপুরম, কেরালা

দিল্লি

আগরতলা, ত্রিপুরা

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে পদযাত্রা

২৭ ডিসেম্বর এনআরসি এবং সিএএ প্রবর্তনের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর গ্রান্ট হলে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এক প্রতিবাদ মিছিল শহর পরিক্রমা করে শেষ হয় মোহন হাউসের মোড়ে। সেখানে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সমিতির বিদগ্ধজনেরা ও শতাধিক নির্যাতিতা নারী। সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি অধ্যাপিকা সুজাতা দে বসু, কার্যকরী সভাপতি ডাক্তার আলি হাসান, প্রধান শিক্ষিকা কাবেরী বিশ্বাস, কার্যকরী সভাপতি সোমনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। এনআরসি বিরোধী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুলেখা বসাক, আবৃত্তি করেন শিক্ষিকা সুমনা গুপ্ত, সীমা সরকার প্রমুখ। পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন সাহিত্যিক খালেদ নোমান, অধ্যাপিকা স্মৃতিরেখা রায়চৌধুরী, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা মণ্ডল, প্রধান শিক্ষিকা আল্পনা রায়চৌধুরী, সম্পাদিকা খাদিজা বানু, অধ্যাপক বিষাণ গুপ্ত, শিক্ষক সাইদুর রহমান প্রমুখ।

এনআরসি-সিএএ-র প্রতিবাদে পদযাত্রা

দিনহাটা ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের নাগরিকত্ব হরণকারী ও ধর্মীয় বিভেদকারী নতুন আইন এনআরসি এবং সিএএ-র বিরুদ্ধে ২৬ ডিসেম্বর কোচবিহারের দিনহাটায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ মিছিল হয়। ছাত্র-শিক্ষক ঐক্যমঞ্চের ডাকে ওই পদযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন শিক্ষক, অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীরা। পদযাত্রা শেষে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক অনির্বাণ নাগ।

তমলুক ঃ ২৬ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে বিদ্বজ্জনেরা পা মেলালেন প্রতিবাদ মিছিলে। দুই শতাধিক নাগরিকের মিছিলে শিল্পী-সাংস্কৃতিক-কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের তমলুক শাখার সভাপতি অশোককুমার হাজরা, ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া, অধ্যাপক সঞ্জীব কুইল্যা, সিপিডিআরএস-এর পক্ষে প্রদীপ দাস, এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সৈয়দ মালেকুজ্জমান, হানিফুর রহমান, শম্ভু মান্না, সাংবাদিক মানিক মাইতি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শান্তিপুর ঃ নদিয়ার শান্তিপুর শহরে বঙ্গসভা হলে ২৯ ডিসেম্বর বিশিষ্ট শিক্ষক নাট্যশিল্পীর উপস্থিতিতে নাগরিক কনভেনশন হয়। মানবাধিকার কর্মী তপন বসুকে সভাপতি ও শিক্ষক বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে সম্পাদক করে কমিটি গঠিত হয়।

স্বরূপনগর ঃ উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরে তেঁতুলিয়া হাইস্কুলে দুই শতাধিক নাগরিকের উপস্থিতিতে প্রতিবাদ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক রবিউল ইসলাম, বিশ্বরঞ্জন রায়, মানবাধিকারকর্মী মোহর আলি, জয়ন্ত সাহা, অধ্যাপক সোহারব মণ্ডল প্রমুখ। শিক্ষক দিলীপ ভট্টাচার্যকে সভাপতি এবং মহিদুল ইসলাম, বেলা পালকে সম্পাদক করে এনআরসি বিরোধী কমিটি গঠিত হয়।

বিক্ষোভ দমাতে নৃশংস বর্বরতা

নিজের জাত চেনাল বিজেপি

উত্তরপ্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ স্পষ্ট করে দিলেন, তাঁর সরকার এবং দল আসলে ফ্যাসিস্ট মানসিকতার ক্ষমতাদর্পী বর্বর একটা দল যারা গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটা তোয়াক্কাও করে না। পরপর দু'টি টুইটে নিজের পিঠ নিজেই চাপড়ে যোগী মন্তব্য করেছেন, 'এনআরসি-সিএএ বিরোধী বিক্ষোভকারীদের (যোগীর ভাষায় 'দাঙ্গাকারীদের') বিরুদ্ধে সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে, গোটা দেশের সামনে তা উদাহরণ হয়ে থাকবে।' বলেছেন, 'সমস্ত বিক্ষোভকারীর মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যোগী আদিত্যনাথের সরকার এমন কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে যে প্রত্যেককে চুপ করিয়ে দেওয়া গেছে।'

এই টুইট যোগী করেছেন এমন একটা সময়ে যখন উত্তরপ্রদেশে পুলিশ-প্রশাসনের নৃশংস বর্বরতার, থানায় উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক অত্যাচারের একটার পর একটা খবরে নিন্দার ঝড় বইছে দেশে। মুজফফরনগরের সাদাত মাদ্রাসার শিক্ষক ও অনাথাশ্রমের ভারপ্রাপ্ত এলাকার অত্যন্ত সম্মানীয় ৬৬ বছরের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব মৌলানা আসাদ রাজা হুসেইনিকে পুলিশের হাতে নির্মম ভাবে মার খেতে হয়েছে, অসহ্য অবমাননার কথা ভুলতে না পেরে ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছেন তিনি। আর তাঁর পড়শিদের কাটাতে হচ্ছে আতঙ্কের দিনরাত— কখন পুলিশ এসে ঘরবাড়ি তছনছ করে দেয়, ধরে নিয়ে চলে যায় পুরুষ আর বাচ্চাদের। জেলায় পুলিশের বড়কর্তাদের কাছে গিয়েছিলেন কিনা, সাংবাদিকদের এ প্রশ্নে আতঙ্ক আর বিস্ময় মেশা জবাব তাঁদের— 'যখন পুলিশ আর সরকার নিজেরাই উৎপীড়ক হয়ে যায়, তখন কার কাছে সাহায্যের জন্য যাব আমরা!'

এক প্রত্যক্ষদর্শী মহম্মদ সাত্তার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ২০ ডিসেম্বর দুপুরে নমাজের পরে মুজফফরনগরের মীনাক্ষি চকে সিএএ-র বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ চলছিল। হঠাৎ বিকেল চারটে নাগাদ, আন্দোলনকারীরা যখন চলে যেতে শুরু করেছেন, হঠাৎ ইটবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। কেউ জানে না, কারা এটা শুরু করল। এরপরই পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। সাত্তার বলেছেন, পুলিশের গাড়িতে কে বা কারা আগুন লাগাল, তাও আমরা জানি না। তার পরেই পুলিশ মুসলিম মহল্লাগুলিতে বাড়িঘর, দোকানপাট ভাঙচুর শুরু করে। কয়েকজন বিক্ষোভকারী কাছের সাদাত মাদ্রাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। একদল পুলিশ সেখানে হানা দিয়ে ছাত্রদের নির্দয়ভাবে মারতে মারতে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। শিক্ষক মৌলানা আসাদকে বাইরে টেনে বের করে থানায় নিয়ে যায় এবং সেখানে তাঁকে নগ্ন করে বর্বর অত্যাচার চালায় (সূত্রঃ দ্য টেলিগ্রাফ, ২৯ ডিসেম্বর, '১৯)।

কার কাছে বিচার চাইবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না ৮৬ বছরের বৃদ্ধ হাবিব হাসানও। রুটি কারখানা থেকে কাজ সেরে ফেরার পথে তাঁর ২৪ বছরের ছেলে আলিম আনসারিকে বুকে গুলি করে মেরেছে যোগী সরকারের পুলিশ, উত্তরপ্রদেশের মিরাটে। আতঙ্ক আর বিস্ময় হাবিবের চোখে। একটি তদন্তকারী টিমের সদস্যদের তিনি বলেছেন, আমার ছেলেমেয়েরা তো হিন্দু পড়শিদের কোলেপিঠেই বড় হল, কই কোনওদিন তো কারওর চোখে ঘৃণা দেখিনি! আর এখন হিন্দুরাও নয়, খোদ সরকারই এমন সর্বনাশ করল আমার!

বাস্তবিকই আসাম থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশ কিংবা কর্ণাটকের মতো বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে এনআরসি-সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ দমানোর নামে পুলিশের যে বর্বর চেহারা দেশবাসী চাক্ষুষ করলেন, তাতে তাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর নয়, গুণ্ডাবাজের চরিত্রই প্রকট হয়ে উঠল। শীর্ষ স্তরের রাজনৈতিক নির্দেশেই যে এসব ঘটেছে তা বোঝার ক্ষেত্রে এতটুকু অস্পষ্টতা রাখার সুযোগই দেননি উত্তরপ্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। গণতন্ত্রের গালে থাপ্পড় মেরে তিনি সদম্ভে ঘোষণা করেছেন, যারা সিএএ-র বিরোধিতা করছে, তিনি তাদের উপর 'বদলা' নেবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ-প্রশাসন। শুধু এই একটি রাজ্যেই মারা গেছেন ১৯ জন প্রতিবাদী (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ ডিসেম্বর, '১৯)। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে বেধড়ক লাঠি চালিয়েছে পুলিশ। হামলা থেকে বাঁচতে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলে গুলি করেছে মাথা, বুক লক্ষ্য করে। রাজ্য জুড়ে এলাকায় এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঢুকে ভাঙচুর লুটপাট চালিয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। চলেছে ব্যাপক ধরপাকড়। বিজনৌরে নাবালকদের থানায় আটকে রেখে ব্যাপক অত্যাচার করেছে পুলিশ। মারের চোটে হাত ভেঙে গেছে এক নাবালকের। লক্ষ্ণৌয়ে দরগায় আশ্রয় নেওয়া মানুষের উপর পুলিশ নির্মম হামলা চালিয়েছে। খুন করেও ক্ষান্ত হয়নি পুলিশ— মিরাটে কেস দিয়েছে মৃতদের নামেই। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে মোমবাতি মিছিল করেছিলেন ১২০০ ছাত্রছাত্রী। পুলিশ তাঁদের নামে এফআইআর করেছে। বারাণসীতে 'দাঙ্গাকারী' তকমা দিয়ে বিক্ষোভকারীদের ছবি-দেওয়া পোস্টার লাগিয়েছে পুলিশ।

অথচ তথ্যানুসন্ধানী টিমের কাছে এলাকার প্রত্যক্ষদর্শী সাধারণ মানুষ জানিয়েছেন, বহু জায়গাতেই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের মধ্যে হঠাৎ এসে হাজির হয় মুখে কাপড় বাঁধা কিছু লোক। তারা ভাঙচুর চালায়, আগুন লাগায়। এসব দেখেও নিশ্চুপ থাকে পুলিশ। এমনকি আন্দোলনকারীরা অনুরোধ করলেও পুলিশ মুখ-ঢাকাদের হঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেনি। কানপুরে আবার খোদ পুলিশের বিরুদ্ধেই ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, সেখানকার বেগমগঞ্জ অঞ্চলে বিক্ষোভ থেমে যাওয়ার পরেও প্রায় ১০০ জন পুলিশকর্মীর একটি বাহিনী দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি ভাঙচুর করছে, বন্ধ দোকানের দরজা ভাঙছে। এদিকে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর বদলা নেওয়ার অভিপ্রায়কে বাস্তবায়িত করতে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন একের পর এক দোকানে তালা ঝুলিয়েছে, নোটিস ধরিয়েছে ক্ষতিপূরণের। পশ্চিমবঙ্গেও ট্রেনে আগুন দেওয়ার ঘটনায় ৫ জন গ্রেপ্তার হওয়ার পর দেখা গেছে, তারা ছদ্মবেশী আরএসএস-বিজেপি কর্মী।

কর্ণাটকে বিজেপি সরকারের পুলিশ-প্রশাসনও একই আচরণ করেছে। সেখানে পুলিশের গুলিতে দু'জন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে শুধু তাই নয়, ম্যাঙ্গালুরুতে হাসপাতালে ঢুকে বর্বরের মতো হাঙ্গামা চালিয়েছে পুলিশ। হাসপাতালে উপস্থিত রোগীদের পরিজন কিংবা চিকিৎসাকর্মীরা তো বটেই, আইসিসিইউ-র রোগীদেরও রেহাই মেলেনি সেই তাণ্ডব থেকে। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ শুধু বিক্ষোভকারী সাধারণ নাগরিক ও ছাত্রছাত্রীদের উপর নির্মম হামলা চালিয়েছে তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, এমনকি লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়ে বর্বর লাঠিচার্জ করেছে নিরীহ শিক্ষার্থীদের উপর।

প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ২০১৪ সালে বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদি, গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কতখানি তা প্রমাণ করতে সংসদ ভবনের চৌকাঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলেছিলেন, এ হল গণতন্ত্রের মন্দির। সেদিন যে তিনি আদ্যোপান্ত একটি নাটক সাজিয়ে ছিলেন, তাঁর দ্বিতীয় দফার প্রধানমন্ত্রীত্বে সংশয়াতীত ভাবে তা প্রমাণ হয়ে গেল। রাজ্যে রাজ্যে নিরীহ নিরস্ত্র নাগরিক ও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর বিজেপি সরকারগুলির প্রতিশোধমূলক হিংস্রতা এই দলটির ফ্যাসিস্ট চরিত্রটিকে চিনিয়ে দিল। দেখিয়ে দিল, এ দলের নেতা-মন্ত্রীরা আসলে 'সভ্যতার ত্রাস' হিটলারেরই উত্তরসূরি। এঁরা কথা বলেন ক্ষমতার ভাষায়। সে ভাষায় 'প্রতিবাদ' বা 'প্রশ্ন' শব্দগুলির অস্তিত্বই নেই। প্রতিবাদকারী বা সমালোচকরা তাঁদের চোখে শত্রু। আর শত্রুর বিরুদ্ধে 'বদলা'-ই তাঁদের অস্ত্র। তাঁদের মদতে রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি সরকারের পেটোয়া পুলিশ চরম স্পর্ধায় বিক্ষোভকারীদের গন্তব্য নির্দেশ করেছে— 'হয় পাকিস্তান, নয় কবরিস্তান'। যে দেশে প্রধানমন্ত্রী দাঙ্গাকারীদের পোশাক দেখে চিনে নেওয়ার কথা বলে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে পুলিশ-প্রশাসনকে লেলিয়ে দেওয়ার ইশারা করেন, সে দেশে পুলিশের তো এমন আচরণই স্বাভাবিক!

আসলে প্রবল আর্থিক সংকট, নারী নির্যাতন, বেকার সমস্যায় জর্জরিত এ দেশের মানুষকে দেওয়ার কিছু নেই বিজেপি সরকারের। তাই এসবের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠা মানুষের ক্ষোভকে ভয় পাচ্ছে তারা। একদিকে সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে, এনআরসি-সিএএ-র মতো বিভেদমূলক কানুন বানিয়ে, অন্যদিকে লাঠি-গুলির জোরে নারকীয় পরিবেশ তৈরি করে তারা দমিয়ে দিতে চায় মানুষের ক্রোধ, ক্ষোভ, আন্দোলনকে। জীবনযন্ত্রণায় অতিষ্ঠ মানুষ যাতে আগামী দিনে সরকারবিরোধী বিক্ষোভের পথে পা বাড়াতে ভয় পায়, সেই মতলবেই এবার সরকারি নিপীড়নের মহড়া এভাবে দিয়ে রাখল বিজেপি। কিন্তু ইতিহাস বার বার দেখিয়েছে, অত্যাচারীরা শেষ কথা বলে না। ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত আন্দোলনের পাল্টা দাপটে গণতন্ত্রের ভেকধারী এইসব ভণ্ড নেতা ও তাদের ক্ষমতাদম্ভী অপরাজনীতিকে নিশ্চিতভাবেই পরাস্ত করবে দেশের মানুষ।

উত্তরপ্রদেশে পুলিশি রাজের নিন্দা

এনআরসি এবং সিএএ বিরোধী আন্দোলনে বিজেপিশাসিত রাজ্য সরকারগুলি, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার যে বর্বর দমন-পীড়ন নামিয়ে এনেছে তার তীব্র বিরোধিতা করে এস ইউ সি আই (সি) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৯ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেছেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের আনা এনআরসি এবং সিএএ-এর অশুভ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের প্রায় সব রাজ্যের জনগণ যখন প্রতিবাদে সোচ্চার, ঠিক সেই সময়ে বিজেপিশাসিত রাজ্য সরকারগুলি আন্দোলনের উপর দানবীয় বর্বর অত্যাচার নামিয়ে এনেছে, যার ফলে শুধু উত্তরপ্রদেশেই ১৯ জন আন্দোলনকারী নিহত হয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশ সরকার পুলিশের এই গুলিচালনার কথা অস্বীকার করে দাবি করেছে আন্দোলনকারীরাই নিজেদের আগ্নেয়াস্ত্রে নিহত হয়েছে। কিন্তু তাদের এই মিথ্যাচার প্রকাশিত হয়ে পড়তেই তারা তৎক্ষণাৎ ডিগবাজি খেয়ে বলে একমাত্র একটি ক্ষেত্রেই পুলিশ গুলি চালিয়েছে, তা-ও আত্মরক্ষার্থে। ফলে একজন নিহত হয়েছে। সরকার আন্দোলনকারীদের উপরে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগে লাখ লাখ টাকা জরিমানা ধার্য করেছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন সরকার আন্দোলনকারীদের এমন শাস্তি দেবে যেটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, যা দেখে ভারতের কোনও রাজ্যে কেউ আন্দোলন করার সাহস পাবে না। এক মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিল বলে, সেখানকার একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে জেলের ভিতরে নগ্ন করে অপমানিত করা হয়। এইভাবে উত্তরপ্রদেশে এক নগ্ন সন্ত্রাসের পরিস্থিতি কায়েম করা হয়েছে। আমরা উত্তরপ্রদেশ সরকারের পুলিশের এই রক্তপিপাসু মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাই।

আমরা এ কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যে, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের কণ্ঠরোধ করতে ইতিহাসে অত্যাচারী শাসকরা কোনওদিনই সফল হয়নি।

হাসপাতালে পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দায় মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার

ম্যাঙ্গালুরু ও দেশের অন্যত্র হাসপাতালে ঢুকে রোগী, তাঁদের পরিজন ও চিকিৎসাকর্মীদের উপর পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা করে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সভাপতি অধ্যাপক ভি নারলিকার ও সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান কুমার বেরা ২৩ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

এনআরসি-সিএএ বিরোধী বিক্ষোভে পুলিশি হামলায় যাঁরা আহত হয়েছেন, পুলিশ-প্রশাসন তাঁদের চিকিৎসায় বাধা দিয়ে ও বিলম্ব ঘটিয়ে দেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক চুক্তি, এমনকি পুলিশি আইনকেও অপরাধমূলক ভাবে লঙ্ঘন করেছে। কোনও অবস্থাতেই পুলিশ, আধা-সামরিক বাহিনী বা সেনাবাহিনী, এমনকি যুদ্ধের সময়েও হাসপাতাল বা শিক্ষাঙ্গনের ভিতরে হামলা করতে বা আহতদের যথাসময়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারে না। আমরা উপরোক্ত ঘটনাগুলির উচ্চস্তরের তদন্ত ও এগুলির সঙ্গে যুক্ত পুলিশের বড়কর্তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(২৩)

শরৎচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর

উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে, নবজাগরণের পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তাকে হাতিয়ার করে, বিদ্যাসাগর এক সুমহান এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। সমাজ-সভ্যতার যথার্থ অগ্রগতির স্বার্থে তিনি চেয়েছিলেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, জ্ঞানে-চরিত্রে-মূল্যবোধে বড় হোক, অন্যের দুঃখ-বেদনায় পরমাত্মীয় হোক। বিদ্যাসাগর নিজের জীবন ও কর্ম দিয়ে স্বয়ং সেই অপার মনুষ্যত্বের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন।

বিদ্যাসাগরের সামাজিক এই চিন্তা-চেতনাকে, মনুষ্যত্বের সাধনাকে বিশেষত নারীমুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে রসোত্তীর্ণ ভাবে বহন করেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর অনন্যসাধারণ কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়ে। বিদ্যাসাগরের কাঙ্ক্ষিত চরিত্রকে সাহিত্যে রূপ দিয়ে সমাজ-অভ্যন্তরে উন্নততর হৃদয়বৃত্তির এক উজ্জ্বল দীপশিখা জ্বালিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। এই কারণেই এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তাবিদ কমরেড শিবদাস ঘোষ শরৎসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর সৃষ্ট কয়েকটি চরিত্রের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, “গোকুল, যাদব, গিরীশের দলই বিকাশের পথে কমিউনিস্ট হয়। নারীদের মধ্যে বিন্দু, নারায়ণী, হেমাঙ্গিনী, ‘নিষ্কৃতি’র ছোট-বৌ, বড়-বৌ— এই জাতের নারীরাই সুযোগ পেলে বিকাশের পথে সত্যিকারের কমিউনিস্ট হতে পারে।”

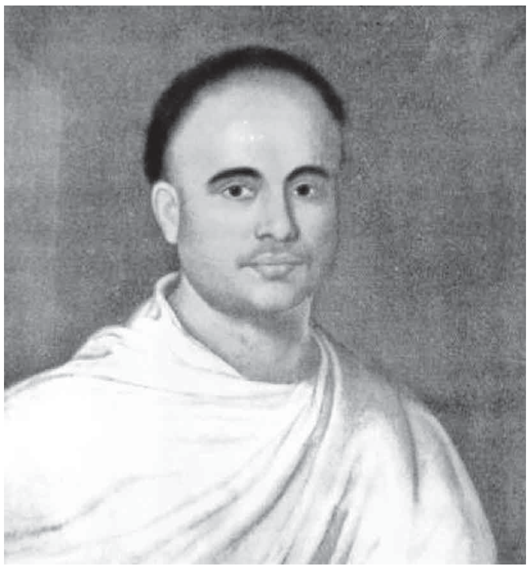

শরৎচন্দ্রের প্রবল আক্ষেপ ছিল যে, বিদ্যাসাগরের মহান কর্মকাণ্ডের পক্ষে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসেননি তাঁর সমকালীন তেমন কোনও সাহিত্যিক। খুব দুঃখ করে তিনি বলেছেন, “স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গভর্নমেন্টের সাহায্যে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তখন তিনি কেবল শাস্ত্রীয় বিচারই করেছিলেন, হিন্দুর মনের বিচার করেননি। তাই আইন পাশ হল বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজ তাকে গ্রহণ করতে পারলে না। তাঁর অতবড় চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল। নিন্দা, গ্লানি, নির্যাতন তাঁকে অনেক সইতে হয়েছিল, কিন্তু তখনকার দিনের কোন সাহিত্যসেবীই তাঁর পক্ষ অবলম্বন করলেন না। হয়ত, এই অভিনব ভাবের সঙ্গে তাঁদের সত্যই সহানুভূতি ছিল না, হয়ত, তাঁদের সামাজিক অপ্রিয়তার অত্যন্ত ভয় ছিল, যে জন্যই হউক, সেদিনের সে ভাবধারা সেইখানেই রুদ্ধ হয়ে রইল— সমাজদেহের স্তরে স্তরে, গৃহস্থের অন্তঃপুরে সঞ্চারিত হতে পেলে না। কিন্তু এমন যদি না হত, এমন উদাসীন হয়ে যদি তাঁরা না থাকতেন, নিন্দা, গ্লানি, নির্যাতন— সকলই তাঁহাদিগকে সইতে হত সত্য, কিন্তু আজ হয়ত আমরা হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার আর একটা চেহারা দেখতে পেতাম। সে দিনের হিন্দুর চক্ষে যে সৌন্দর্য-সৃষ্টি কদর্য, নিষ্ঠুর ও মিথ্যা প্রতিভাত হত, আজ অর্ধশতাব্দী পরে তারই রূপে হয়ত আমাদের নয়ন ও মন মুগ্ধ হয়ে যেত।” (সূত্র : সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি)।

শরৎচন্দ্রের এই বুকভাঙা আক্ষেপ থেকে বোঝা যায়, বিদ্যাসাগরের হৃদয়ের বেদনাকে, সেই বেদনাবোধ থেকে সৃষ্ট তাঁর অবিচল কর্তব্যনিষ্ঠাকে তিনি কী গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সত্যিকারের বড় মানুষ বলতে তিনি বিদ্যাসাগরের মতো মানুষদেরই বুঝতেন। আবার, শরৎচন্দ্রের এই উপলব্ধি উপর-উপর ছিল না। ছিল না বলেই তাঁর ‘পণ্ডিতমশাই’ উপন্যাসে আমরা পাই, গ্রামের মধ্যে একটি ছোট্ট পাঠশালা সম্পর্কে বৃন্দাবন ও কেশবের মধ্যে আলোচনায় কেশব বলছে ঃ “কিন্তু তোমার আমার সামর্থ্য কতটুকু? এই ছোট্ট একটুখানি পাঠশালায় জনকতক ছাত্রকে পড়িয়ে কতটুকু প্রায়শ্চিত্ত হবে?” বৃন্দাবন বিস্মিতভাবে একমুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, “কথাটা ঠিক হল না ভাই। আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও যদি মানুষের মত মানুষ হয়, তো এই ত্রিশ কোটি লোক উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। নিউটন, ফ্যারাডে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরি হয় না কেশব। বরং আশীর্বাদ কর যেন এই ছোট পাঠশালার একটি ছাত্রকেও মরণের পূর্বে মানুষ দেখে মরতে পারি।”

মান্ধাতা আমলের কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে তথাকথিত শাস্ত্রবাদীরা মানুষকে নিপীড়ন করছে দেখে ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ (দ্বিতীয় পুস্তক)-এ বিদ্যাসাগর লিখেছেন, “ধন্যরে দেশাচার! তোর কী অনির্বচনীয় মহিমা! ...তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া ...হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায়-অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস।” বিদ্যাসাগরের এই পথ ধরেই, তাকে আরও স্পষ্ট করে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, “কোন একটা বিশেষ নিয়ম যখন দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহা যে একদিনেই হইয়া যায় তাহা নহে, ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইতে থাকে। যাঁহারা সম্পন্ন করেন, তাঁহারা পুরুষের অধিকার লইয়া করেন। তখন তাঁহারা পুরুষ— পিতা নন, ভ্রাতা নন, স্বামী নন। যাঁহাদের সম্বন্ধে নিয়ম করা হয়, তাঁহারাও আত্মীয়া নহে, নারীমাত্র। পুরুষ তখন পিতা হইয়া কন্যার দুঃখের কথা ভাবে না। সে তখন পুরুষ হইয়া পুরুষের কল্যাণ চিন্তা করে— নারীর নিকট হইতে কতখানি কিভাবে আদায় করিয়া লইবে, সেই উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে। তারপর মনু আসেন, পরাশর আসেন, মোজেস আসেন, পল আসেন, শ্লোক বাঁধেন, শাস্ত্র তৈয়ার করেন— স্বার্থ তখন ধর্ম হইয়া সুদৃঢ় হস্তে সমাজ-শাসন করিবার অধিকার লাভ করে।” (সূত্র : নারীর মূল্য)।

ওই পুস্তকে বিদ্যাসাগর বাল্যবিধবাদের সীমাহীন দুর্দশার কথা লিখেছেন। বুকের রক্ত নিংড়ানো সেই লেখা পড়লে আজও তাঁর হৃদয়ের যন্ত্রণা শোনা যায়। সেখানে আছে নিষ্ঠুর সমাজের প্রতি বিদ্যাসাগরের করুণাঘন আর্তি— “হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! ...হতভাগ্য বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যাভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। ...কী আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক, পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহে। ...হায়, কী পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।” —বিদ্যাসাগরের এই যন্ত্রণা যথার্থ ভাবে বহন করেছেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। সমাজের মধ্যে বিধবা নারীর উপর সংঘটিত চরম অবমাননা দেখে কাতরভাবে তিনি লিখেছেন, “সে নিরাভরণা, সে একবেলা খায়, সে হাড়ভাঙা খাটুনী খাটে, থান-কাপড় পরে, কেন না সে দেবী! চীৎকার করিয়া পুরুষ প্রচার করিতে লাগিল আমাদের বিধবার মত কাহার সমাজে এমন দেবী আছে! অথচ দেবীটিকে বিবাহের ছাঁদনা তলায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না— পাছে দেবীর মুখ দেখিলেও আর কেহ দেবী হইয়া পড়ে। মঙ্গল-উৎসবে দেবীর ডাক পড়ে না, দেবীর ডাক পড়ে শ্রাদ্ধের পিণ্ড রাঁধিতে!” (সূত্র : নারীর মূল্য)।

অনতিকাল পরেই বিধবা হবে— এ কথা নিশ্চিতভাবে জেনেও রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষুর চাপে নিতান্ত বৃদ্ধের সঙ্গে হলেও শিশুকন্যাদের বিবাহ দিয়ে বাকি সারাটা জীবন সেই বিধবাদের উপর যারা নিপীড়ন চালায় তাদের কখনও ক্ষমা করেননি বিদ্যাসাগর, করেননি শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের লেখার ছত্রে-ছত্রে তাই দেখা দিয়েছে নারীর উপর অবদমনের চিত্র, তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ধিক্কার। ‘পথনির্দেশ’ গল্পে হেম-এর মা’র সংলাপে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, “কি জানি কোন পাষাণ বিধবার সাজ তৈরি করে গিয়েছিল।” নিপীড়িত নারীর অভিমানকে শরৎচন্দ্র ব্যক্ত করেছেন ব্যঞ্জনাময় ধিক্কারে। শরৎচন্দ্র এরকম অসংখ্য নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কোথাও এতটুকু উগ্রতা প্রকাশ করেননি। এইটিই তাঁর শৈলী, শৈলীর অনন্যতা এবং অবশ্যই স্মরণীয়, বিদ্যাসাগরের ধারাবাহিকতাতেই এই অনুপম শৈলীর অভ্যুদয়।

নৈতিক দিক থেকেও শরৎচন্দ্রকে বিদ্যাসাগরের অনুসারী বলতে হয়। রক্ষণশীল সমাজ এবং তার ভয়ে কুণ্ঠিত লোকজনকে বিদ্যাসাগর বলতেন, “আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব। লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।” (সূত্র : ভাই শম্ভুচন্দ্রকে লেখা চিঠি)। আর, শরৎচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত ‘নারীর মূল্য’ প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন, “নারীর উপর পুরুষের কাল্পনিক অধিকারের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিলে কি অনিষ্ট ঘটে, তাহা নিজের কথায় ও পরের কথায় বলিবার চেষ্টা করিয়াছি— এই মাত্র। তাহাতে শাস্ত্রের অসম্মান করা হইয়াছে, কি হয় নাই, দেশাচারের উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে, কি হয় নাই— একথা মনে করিয়া কোথাও থামিয়া যাইতে পারি নাই। যাহা সত্য তাহাই বলিব এবং বলিয়াছিও।”

কেউ কেউ শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছেন, ‘বিদ্যাসাগর বাস্তবে বিধবার বিবাহ দিতে পেরেছেন। কিন্তু আপনি সাহিত্যে বিধবার বিয়ে দিতে পারলেন না কেন?’ শরৎচন্দ্র বলেছেন, “ ‘পল্লীসমাজ’ বলে আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল বলে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এতবড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা আর কেউ থাকবে না। মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিকও ত আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে, কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু-সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হল এই যে, এতবড় দু’টি মহাপ্রাণ নর-নারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি, ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্তমানে ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দোষীর এত বড় শাস্তি ভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না, এ কথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্যসেবীর কলম সেইখানেই সে দিন বন্ধ হয়ে যেত।” (সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি)।

বিদ্যাসাগর নারীকে কারও অনুকম্পার পাত্রী করতে চাননি। তিনি সর্বদাই চেয়েছিলেন, ছেলেদের মতো মেয়েরাও আধুনিক শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে মানুষের মতো মানুষ হোক। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন, কোনও সামাজিক অধিকার থেকে, এমনকি পৈতৃক সম্পত্তি থেকেও, নারীকে যেন বঞ্চিত করা না হয়। নারীকে এই যথার্থ মনুষ্যত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে গেলে সমাজ-মানসিকতায় বদল চাই, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে এটি কোনও ভাবেই সম্ভবপর নয়। এই কঠোর-কঠিন কাজই আজীবন করে গিয়েছেন বিদ্যাসাগর। তাঁর ধারাবাহিকতাতে শরৎচন্দ্রও, বিশেষত নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সমাজ-মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য নিজের অমিত শক্তিশালী লেখনীকে প্রয়োগ করেছিলেন। সে-কারণেই তাঁর অভূতপূর্ব সৃষ্টি, বিখ্যাত ‘চরিত্রহীন’ উপন্যাসে সাবিত্রী’র সংলাপে শরৎচন্দ্র এক অসাধারণ দার্শনিক কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, “তুমি বলবে সত্য হোক মিথ্যা হোক আমি সমাজ চাইনে, তোমাকে চাই। কিন্তু আমি তো তা বলতে পারিনে। সমাজ আমাকে চায় না, আমাকে মানে না জানি। কিন্তু আমি তো সমাজ চাই, আমি তো তাকে মানি। আমি তো জানি, শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা দাঁড়াতে পারে না।” বিদ্যাসাগরের চিন্তাকে প্রসারিত করে শরৎচন্দ্র তাঁর ‘স্বরাজ সাধনায় নারী’ প্রবন্ধে বলেছেন, “মেয়েকে যে মানুষ বলে নেয়, কেবল মেয়ে বলে, দায় বলে, ভার বলে নেয় না, সেই কেবল এর দুঃখ বইতে পারে, অপরে পারে না।” (চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

শিলিগুড়িতে এনআরসি বিরোধী মিছিল

ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টিকারী ও নাগরিকত্ব হরণকারী এনআরসি এবং সিএএ প্রতিরোধে এবং বিজেপি সরকারের পুলিশের গুলিতে নাগরিক হত্যার প্রতিবাদে ২৭ ডিসেম্বর এসইউসিআই(সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে শিলিগুড়িতে এক ধিক্কার মিছিল সংঘটিত হয়। বাঘাযতীন পার্কে জমায়েতে বক্তারা সর্বত্র গণকমিটি গড়ে প্রতিরোধ আন্দোলনের আহ্বান জানান। দুই সহস্রাধিক মানুষের মিছিল বাঘাযতীন পার্ক থেকে শুরু হয়ে এয়ারভিউ মোড়ে শেষ হয়। নেতৃত্ব দেন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের জেলা সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য যথাক্রমে কমরেডস গৌতম ভট্টাচার্য, তপন ভৌমিক, শিশির সরকার। ২০ ডিসেম্বর জলপাইগুড়িতেও মিছিল হয়।

---

২৭ ডিসেম্বর শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে তিন বছরের এক শিশুকন্যা শিকার হয় নারকীয় অত্যাচারের। এর প্রতিবাদে ২৯ ডিসেম্বর এআইডিএসও-এআইডিওয়াইও-এআইএমএসএসের নেতৃত্বে শিয়ালদহ রেল পুলিশ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

শ্রমিক ধর্মঘট সফল করার ডাক ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের

৮ জানুয়ারি ১২ দফা দাবিতে দশটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন ও জাতীয় ফেডারেশনগুলির ডাকা সারা ভারত ধর্মঘটে অংশগ্রহণের আবেদন জানিয়ে অল বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল ২৩ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, গোটা দেশের অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রের মতো ব্যাঙ্কিং শিল্পও আজ সমস্যায় জর্জরিত। দশটি ব্যাঙ্ককে মিশিয়ে দিয়ে ৪টিতে পরিণত করা হলে ভবিষ্যতে বেশ কিছু শাখা বন্ধ হয়ে যাবে এবং বাড়তি হয়ে যাওয়া হাজার হাজার শ্রমিক ছাঁটাইয়ের শিকার হবেন। এ ছাড়াও বেসরকারিকরণ, বিপুল পরিমাণ অনুৎপাদক সম্পদ, কর্মী নিয়োগ না করা, এফআরডিআই বিল-২০১৭ পুনরায় চালু করার আশঙ্কা ইত্যাদি ব্যাঙ্কশিল্প ও ব্যাঙ্ককর্মীদের সামনে সমস্যা হিসাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি ব্যাঙ্ককর্মীদের ৮ জানুয়ারি সারা ভারত ধর্মঘটে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এ আই ইউ টি ইউ সি-র কেরালা রাজ্য সম্মেলন

২৭ ডিসেম্বর কেরালার তিরুবনন্তপুরমে এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্মেলন উদ্বোধন করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সভাপতি আর কুমার, প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড ভি ভেনুগোপাল। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেডস ভি কে সদানন্দন, আর সোমশেখর, অনাভরথন, শাইলা কে জন। ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন থেকে শ্রমিক আন্দোলনকে জোরদার করার এবং ৮ জানুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

ভাষা সমস্যা সমাধানে এসইউসিআই(সি)-র বক্তব্যকে মান্যতা দিতে বাধ্য হল আসাম সরকার

আসামের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৯, আসাম রাজ্য সরকার কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। সে সম্পর্কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর আসাম রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস ২৫ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

আসামের সকল শ্রেণির জনসাধারণ অবগত আছেন যে, নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি অটুট এবং অক্ষুণ্ণ রাখার প্রশ্নে অসমীয়াভাষী জনসাধারণের যে গভীর আবেগ ও অনুভূতি রয়েছে তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করে আমাদের দল গত ১৯৭৯ সালের আসাম আন্দোলনের দিন থেকেই দাবি করে আসছে যে রাজ্যের জনবিন্যাস এবং জনসংখ্যার প্রকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে এবং রাজ্যের ছোটবড় ভাষিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজ নিজ মাতৃভাষা চর্চা করার ক্ষেত্রে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে— রাজ্য ভাষা হিসাবে অসমীয়া ভাষার বর্তমান মর্যাদা স্থায়ী করার জন্য ভারতের পার্লামেন্টে সংবিধান সংশোধন অথবা বিশেষ আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা হোক। আমরা লক্ষ করেছি অসমীয়াভাষী জনসাধারণসহ অপরাপর সকল অংশের জনগণ প্রথম থেকেই আমাদের বহুল প্রচারিত এই প্রস্তাবকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। আমরা আনন্দিত যে আসামের সকল জনগণ কর্তৃক সমাদৃত এই দাবির যৌক্তিকতা বিলম্বে হলেও আসাম সরকার ২১ ডিসেম্বর ২০১৯-এর মন্ত্রীসভার বৈঠকে মেনে নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শুধু প্রস্তাব গ্রহণ নয়, আমরা দাবি করছি এই ন্যায্য দাবি যাতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অবিলম্বে মেনে নিয়ে দ্রুত বাস্তবায়িত করে, তা সুনিশ্চিত করার জন্য আসাম সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর যথোচিত চাপ সৃষ্টি করুক।

এই ঘোষণায় রাজ্য সরকার অসমীয়া ভাষার বিস্তারের কথা বলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় স্কুল পর্যায়ে অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয় করার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, সেই প্রশ্নে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাসকারী সকল অ-অসমীয়া জনগণই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে, নিজ নিজ প্রয়োজনে অসমীয়া ভাষার চর্চা করেন এবং স্বচ্ছন্দে এই ভাষায় কথা বলেন, মত বিনিময় করেন, ভাব বিনিময় করেন এবং জোর জবরদস্তি না করলে আরও বেশি করে করবেন। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল— স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে যেখানেই ভাষাচর্চার জন্য জোরজবরদস্তি করার চেষ্টা হয়েছে, সেখানেই সকল জনগণের পারস্পরিক সম্প্রীতি— যা স্বেচ্ছায় মাতৃভাষার বাইরে অপর একটি ভাষা শিখবার মূল ভিত্তি— সেটাই বিপন্ন হয়েছে। অতীতে আসামেও তাই হয়েছে। এটাও স্মরণযোগ্য যে অতীতে জোর করে গোটা দেশে হিন্দিকে রাষ্ট্র ভাষা করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। আবার এই নীতি প্রত্যাহৃত হওয়ার পর দেশের মানুষ আজ নিজ নিজ প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় হিন্দি ভাষা চর্চা করছেন। ভাষা চর্চার এটাই অমোঘ নিয়ম। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মহান নেতা লেনিনও এই দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের দৃঢ় অভিমত হচ্ছে, এইভাবে অসমীয়া ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কোনও প্রয়োজন নেই। মানুষ স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই অসমীয়া ভাষা শিখবেন, চর্চা করবেন।

আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি যে, উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও আসাম সরকার আরও বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত একই সাথে ঘোষণা করেছে। আমাদের দৃঢ় অভিমত হচ্ছে, রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। নচেৎ জনগণের ঐক্য মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। তাই আমাদের দাবি এই পদ্ধতিতে এই সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচিত হোক।

একই সঙ্গে গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আমরা লক্ষ করলাম যে, অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়ার সঙ্গে রাজ্যের চূড়ান্ত অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, অসহনীয় বেকার সমস্যা যা রাজ্যের জনসাধারণের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে, তা মোকাবিলা করার অপরিহার্য প্রয়োজনে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রাজ্যে ছোট, মাঝারি এবং সুনির্দিষ্ট বড় কলকারখানা গড়ে তোলার জরুরি প্রশ্নে আসাম সরকারের এই ঘোষণায় একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি। তাই আমাদের দাবি আসাম সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে শিল্প স্থাপনের একটি বাস্তবানুগ প্যাকেজ প্রোগ্রাম অবিলম্বে ঘোষণা করুক।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com